দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 1 2 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

পাঁচবিবিতে বন্যায় বিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পুনর্নির্মিত হয়নি

জয়পুরহাট থেকে আমিনুল হক বাবুল। গত কয়েক বছরের পর পর ভয়াবহ বন্যা-ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি এবং মঞ্জুরিপ্রাপ্ত পাঁচবিবি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পুনর্নির্মাণ হয়নি। এসব বিদ্যালয়ের প্রায় তিন হাজার শিশু শিক্ষার্থী গাছতলায় বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙাচোরা পুরনো বিদ্যালয়ে ক্লাস করছে।

ভারত সীমান্তবর্তী পাঁচবিবি থানার ধরনজি, আয়মারসুলপুর, বালিঘাটা, আওলাই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখা গেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শোচনীয় অবস্থা। লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ না থাকায় শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

ধরনজি ইউনিয়নের গদাইপুর বেসরকারি (রেজিঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৭৮। গ্রামটি ছোট যমুনা নদীর দ্বারা দ্বীপের মতো চারপাশেই ঘেরা। বর্ষাকালে গ্রামবাসীরাও অবরুদ্ধ হয়। ৯৬% ভূমিহীন কৃষকের এই গ্রামের স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বসার বেঞ্চ নেই, ক্ষেতমজুর সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে টিনের চালা ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেছে। ছাদবিহীন অবস্থায় স্কুল গৃহ পড়ে আছে। ক্লাস হয় পাশের গাছতলায়। বন্যার সময় গোটা গ্রামের বানভাসি লোকজন স্কুলঘরেই আশ্রয় নিয়ে থাকে।

কড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (আয়মারসুলপুর ইউনিয়ন) ৩৫৩ জন ছাত্রছাত্রী গাছের নিচে ক্লাস করে মাসের পর মাস ধরে। পাকা স্কুলগৃহ বহু পুরনো এবং ছাদসহ বিভিন্ন দেয়ালে ফাটল ধরায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে 'ব্যবহার অযোগ্য' ঘোষিত হয়েছে। পশ্চিম কৃষ্ণপুর বিদ্যালয়ে ভাঙাচোরা ঘরেই শিক্ষকরা ২০৯ জন ছাত্রের ক্লাস নিচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও। রসুলপুর বিদ্যালয়ের অবস্থাও অনুরূপ। এখানে ছাত্র সংখ্যা ৩৩৪।

পাঁচবিবি সদরের বালিঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ষার পানি উঠে প্রাঙ্গণ তো বটেই— স্কুলের বারান্দাতেও। পূর্বধারে পুকুরের ভাঙনে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫৫। বালিঘাটা আদর্শ বিদ্যালয়ও ৪১৩ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ধুঁকছে। শালট্রি রাইগ্রাম, ধরনজি, কোতোয়ালিবাগ স্কুলের অবস্থাও শোচনীয়।